গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ জাতীয় উন্নয়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য, গত ২ বছরের কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বিশেষ ক্রোড়পত্র

৯ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

২৫ ফাল্গুন ১৪১৭
০৯ মার্চ ২০১১

বর্তমান সরকারের দু'বছর পূর্তি উপলক্ষে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্বায়ন ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে অভিযোজন তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সুষ্ঠু নদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ উপলক্ষ্যে "দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ জাতীয় উন্নয়নে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য, চলমান কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা"র ওপর জাতীয় সেমিনারের আয়োজনকে আমি স্বাগত জানাই।

আমি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

১৯৭৫ সালের ৩রা মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চন্দনা-বারাসিয়া নদী পুনঃখনন প্রকল্প উদ্বোধন করেন

বিগত ২ বছরে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

– মোঃ হাবিবুর রহমান
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পটভূমি

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী খনন ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে আসছে। নদীমাতৃক দেশে কৃষি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ সকল কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট ৭৩৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সাফল্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

আবাদযোগ্য এলাকা	৮২ লক্ষ হেক্টর
বাপাউবো'র বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ এলাকা	৫৯ লক্ষ হেক্টর
ভূমি পুনরুদ্ধার	১.২০ লক্ষ হেক্টর
বাপাউবো'র প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন	৯৭ লক্ষ টন
বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামোর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাদি	৮.৫০ কোটি মানুষ ১.৫০ কোটি বাড়িঘর
নদী ভাঙ্গন রোধের মাধ্যমে সংরক্ষিত শহর এবং স্থাপনা	২০টি বিভাগীয় ও জেলা শহর ৭০টি উপজেলা শহর প্রায় ৫০০টি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্থাপনা

ক্যাপিটাল ড্রেজিং কর্মসূচি

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সুস্পষ্ট নির্দেশনায় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, নতুন ভূমি সৃষ্টি এবং সর্বোপরি পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে "ক্যাপিটাল ড্রেজিং" শীর্ষক এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় স্বল্প মেয়াদে ৭টি, মধ্য মেয়াদে ১৩টি এবং দীর্ঘ মেয়াদে ১টি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে নদী ভাঙ্গন রোধ, নাব্যতা বৃদ্ধি এবং জলাবদ্ধতা নিরসনসহ দেশে বিপুল পরিমাণ ভূমি নতুনভাবে সৃজিত হবে । শুধুমাত্র যমুনা নদীর উভয় তীরেই প্রায় ১,৬০০ বর্গ কিঃমিঃ নতুন ভূমি সৃষ্টি হতে পারে। নগরায়ন, শিল্পায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে প্রতিবছর প্রায় ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, নদী তীর ভাঙ্গনের ফলে প্রতিবছর প্রায় ৬০০০ হেক্টর কৃষি জমি নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে ভূমি সংযোজন বেঁচে থাকার নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। ইতোমধ্যে গড়াই ও বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, যমুনা নদীতে ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিংসহ স্বল্প মেয়াদে ৪টি, মধ্য মেয়াদে ১ টি ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে "Feasibility Study for Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার দ্বারা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির বহুল ব্যবহারের ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে এবং দেশের অধিকাংশ জেলা আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিপুল খাদ্য চাহিদা মেটাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে ভূ-পরিস্থ পানির বিষয়ে NSAPR-২০০৯ এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০১০-এ সুস্পষ্ট সুপারিশ রয়েছে।

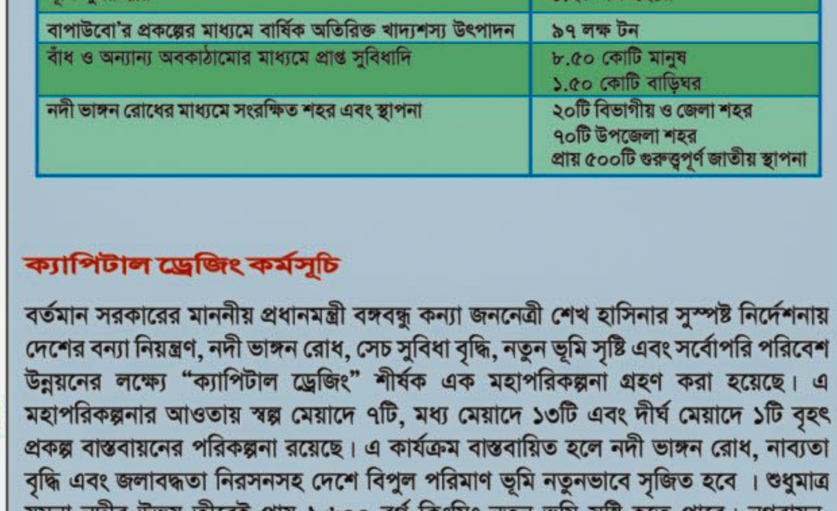

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে মহামায়া ছড়া সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ লক্ষ হেঃ সেচযোগ্য এলাকার মধ্যে ৫০ লক্ষ হেঃ সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। বাপাউবোতে বর্তমানে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্প চলমান আছে এবং আরও ৭টি গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রক্রিয়াধীন নতুন সেচ প্রকল্পের মধ্যে চাঁদপুর কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ, সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ, দক্ষিণ কুমিল্লা উত্তর নোয়াখালী নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প, এবং উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এতে প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেঃ এলাকা সেচের আওতায় আসবে এবং অতিরিক্ত প্রায় ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন

দেশের আবাদযোগ্য ৮২ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ৫৯ লক্ষ হেক্টর এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার আওতায় এনে বার্ষিক অতিরিক্ত প্রায় ১ কোটি মেঃ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের কৃষি অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশের সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে বহুল প্রতিক্ষিত গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের সমীক্ষা কাজের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদনের পর প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সেচ সুবিধার আওতাভূক্ত হওয়াসহ লোনা পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও মিঠা পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপকূলীয় বন "সুন্দরবন" এর পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে। এছাড়া ভৈরব, হিসনা-মাথাভাঙ্গা, গড়াই, কপোতাক্ষ ইত্যাদি নদীর শুষ্ক মৌসুমের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে এতদ্অঞ্চলের জলাবদ্ধতা জনিত সমস্যার টেকসই সমাধান হবে।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

বাংলাদেশ গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা নদীসহ ৫৭টি আন্তর্জাতিক/অভিন্ন নদীর সর্বশেষ ভাটির দেশ। ভৌগলিকভাবে ইহা একটি ব-দ্বীপ। নদীর পানি কৃষি প্রধান এদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। পরিবেশ ও পানি সম্পদ রক্ষায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইতোপূর্বে ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত দীর্ঘমেয়াদী গঙ্গা নদীর পানিবন্টন চুক্তি অসামান্য রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টিরই প্রতিফলন। বর্তমান সরকার তিস্তাসহ অন্যান্য অভিন্ন নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নানামুখী কুটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আশা করা যায়, অতি সত্ত্বর তিস্তা নদীর পানিবন্টন চুক্তির মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের বৃহৎ সেচ প্রকল্প "তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প" এর পানির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে ।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাব প্রশমনে সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকায় বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত অবকাঠামোসহ জনগণের জীবন ও জীবিকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। ঘূর্ণিঝড় সিডর (নভেম্বর, ২০০৭) ও আইলা (মে, ২০০৯) এর ফলে সংগঠিত ক্ষয়-ক্ষতি এ ঝুঁকির ভয়াবহতাকেই প্রতিফলিত করে। সিডর ও আইলার ক্ষয়-ক্ষতি পুনর্বাসনকল্পে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত ২টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং আরো ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের দুরদৃষ্টিতে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধ ও ক্ষয়-ক্ষতি প্রশমনের জন্য উপকূল বরাবর বিদ্যমান বাঁধসমূহ শক্তিশালীকরণ। এ লক্ষ্যে, ECRRP এর আওতায় Coastal Embankment Improvement Program (CEIP) শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমন ও মোকাবেলায় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বাপাউবো-র সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের ফলে বার্ষিক অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন

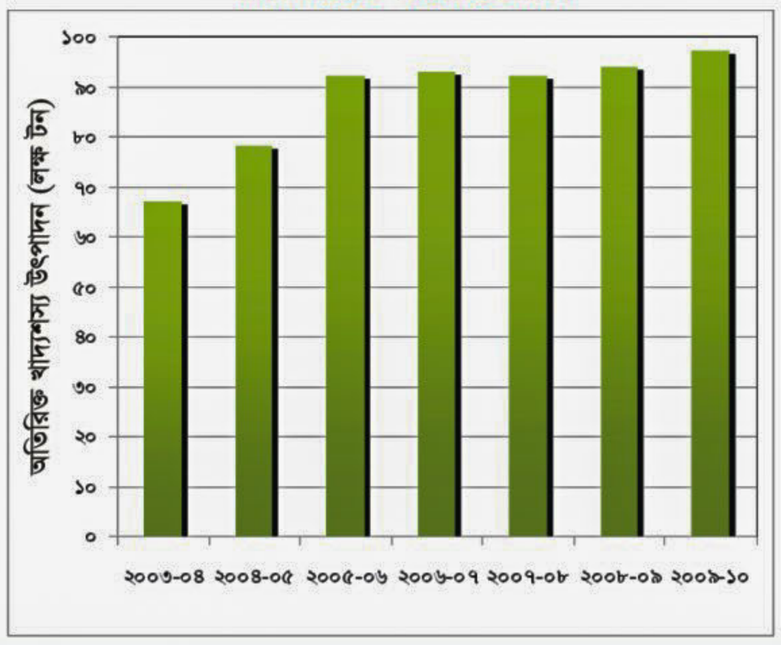

রমেশ চন্দ্র সেন, এম.পি
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯ মার্চ ২০১১

বাণী

বাংলাদেশের জীবনধারা পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পানি এদেশের জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ সম্পদ। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগণের সমন্বিত অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি "দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ জাতীয় উন্নয়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য, চলমান কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা" শীর্ষক এ সেমিনারের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

রমেশ চন্দ্র সেন, এম.পি

শেখ মোঃ ওয়াহিদ উজ জামান
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯ মার্চ ২০১১

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিগত অর্ধ-শতাধিক বছর যাবৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত করে বছরে প্রায় ১.০০ কোটি টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনে সহায়তা করছে। এছাড়া সমুদ্রবক্ষের ১.২০ লক্ষ হেক্টর ভূমি উদ্ধারসহ নদী-ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, লোনা পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় "ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ"-শীর্ষক ১৫ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প-ধারণাপত্র প্রণয়ন করেছে। এতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ২১টি প্রকল্প প্রস্তাব রয়েছে। স্বল্প মেয়াদের ৪টি ও দীর্ঘ মেয়াদের ১টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলতি বছরে শুরু হয়েছে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে ১১টি সেচ; ৫৪টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ; ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক সুশাসনে সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমি সেমিনারের আয়োজকদের সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ মোঃ ওয়াহিদ উজ জামান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৩ ফাল্গুন ১৪১৭
০৭ মার্চ ২০১১

বর্তমান সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের সাফল্য, চলমান কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে পানি-নির্ভর। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শুষ্ক মওসুমে পানি প্রাপ্যতা ক্রমশঃই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। এজন্য পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

রূপকল্প-২০১১-কে সামনে রেখে দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পানিসম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে-এ প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯ মার্চ ২০১১

বাণী

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জনগণের জীবন ও জীবিকা পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বর্ষাকালে বন্যা ও শুকনো মৌসুমে পানির সংকট, ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে পানির উর্দ্ধমুখী চাহিদা, নদ-নদী ভরাট হওয়া, নদী ভাঙ্গন, লোনা পানির অনুপ্রবেশ, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির কারণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বন্যা প্রতিরোধ, সেচ সম্প্রসারন, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লোনা পানির অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ভিশন বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যত পরিকল্পনার আওতায় বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে অধিক খাদ্যশস্য ফলিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে বলে আমি আশাবাদী।

"দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ জাতীয় উন্নয়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য, চলমান কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা"-শীর্ষক সেমিনারের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান, এম.পি